(৪৬)

দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... AUG 2 4 2006
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত

দীর্ঘসূত্রতার ফাঁদে পড়তে হবে নিরীহ শিক্ষক-কর্মচারীদের

ইনকিলাব রিপোর্ট

মাদ্রাসায় বাধ্যতামূলক ৩০% মহিলা শিক্ষকসহ বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ ও এমপিওভুক্তিতে (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধের নামে এমন সব নতুন শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে যাতে শিক্ষক-কর্মচারীরা দুর্নীতিবাজ চক্রের কাছে আরো জিম্মি হয়ে পড়বেন। হয়রানি বাড়বে পদে পদে বহুগুণে। দীর্ঘসূত্রতার ফাঁদে পড়তে হবে নিরীহ শিক্ষক-কর্মচারীদের। গতকাল (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় এমনতর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসমান সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভাসূত্রে জানা গেছে, বাধ্যতামূলক ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের শর্ত প্রত্যাহারের পরিবর্তে বল যে, ৩০% মহিলা শিক্ষকের পদ পূরণের জন্য পত্রিকায় পরপর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়ার

২-এর পৃঃ ৫-এর ক

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরও যদি উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া যায় তাহলে এতদসংক্রান্ত তথ্য প্রমাণসহ বিষয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। এরপর ওই সব পদে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিবেচনা করবে। একইভাবে জনবল কাঠামো অনুযায়ী নতুন করে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ করতে হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান দপ্তর বা আঞ্চলিক দপ্তর থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে। জনবল কাঠামোর বাইরে কোন নিয়োগ দেয়া হলে সেসব শিক্ষকের বেতন-ভাতা দেবে না। যেসব শিক্ষক-কর্মচারীর দুটি ইনডেক্স রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে পূর্বের ইনডেক্সটি আবেদন করে বাতিল করাতে হবে।

সভা শেষে মন্ত্রণালয়ে উপস্থিত শিক্ষামন্ত্রীর আস্থাভাজন শিক্ষকনেতা মোঃ সেলিম ভূইয়া প্রসঙ্গত বলেছেন যে, এসব সিদ্ধান্তের কারণে শিক্ষা অধিদপ্তরে দুর্নীতি আরো বাড়বে। শিক্ষক-কর্মচারীরা জিম্মি হয়ে পড়বেন। মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে গৃহীত নয়া সিদ্ধান্তের বিষয়ে বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব আলহাজ মাওলানা প্রিন্সিপাল শাব্বীর আহমেদ মোমতাজী বলেছেন, দেশব্যাপী মাসাধিককালের বেশী স্কুল-কলেজের ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের যেসব দাবীতে জমিয়াতুল মোদার্রেছীন আন্দোলন করেছে তার মধ্যে পুরুষ মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগাদেশ বাতিলের দাবী ছিল অন্যতম প্রধান। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে উপস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে যে আলোচনা হয়েছিল তাতে মাদ্রাসায় মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে যেসব সমস্যা রয়েছে তা বিস্তারিত আলোচনার পর আমাদের যে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল শিক্ষামন্ত্রী এস থান থেকে তার অবস্থান পরিবর্তন করেছেন বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। ওই সভায় আমাদের আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে, পত্রিকায় ৩ বার বিজ্ঞপ্তি দেয়ার পরও যদি যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলা শিক্ষক না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে স্থানীয় টিএনও বা ইউএনওকে অবহিত করে ওই সব পদে পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ করা যাবে। এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন সকল ইউএনও/টিএনওকে পাঠানো হবে বলেও সভায় আশ্বাস দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে সরে গিয়ে বিষয়টি মাউশি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে টানাহেঁচড়ার সিদ্ধান্ত হলে হয়রানি বাড়বে। মাউশি ও মন্ত্রণালয়ে ফাইল চালাচালিতে শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। দৌরাত্ম্য বাড়বে সংঘবদ্ধ দুর্নীতিবাজ চক্রের।

নতুন করে নেয়া সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের এক শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, বর্তমান মহাপরিচালক বহুমুখী পদক্ষেপে দুর্নীতি বন্ধে ব্যাপক তৎপরতা চালালেও শিক্ষক-কর্মচারীরা তার সুফল পাচ্ছেন যৎসামান্য। মহাপরিচালকের সরলতাকে পুঁজি করে দুর্নীতিবাজ সিন্ডিকেট নানা পন্থায় শিক্ষক-কর্মচারীদের জিম্মি করে উৎকোচ আদায় করছে। এ কর্মকর্তা বলেন, মাদ্রাসায় ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বাধ্যবাধকতা যেটুকু শিথিল করার কথা শোনা যাচ্ছে তা নতুন শর্তের জালে